দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

SEP 26 2002

বিনা টেন্ডারে বই প্রকাশ ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য

ব্র্যাককে বিনা টেন্ডারে প্রাথমিক স্তরের বই প্রকাশের আদেশ দেয়ার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ব্র্যাকের তরফ থেকে এনসিটিবিকে বিভিন্ন সময়ে ব্রাক পরিচালিত স্কুলের তৃতীয়

(২য় পৃষ্ঠায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

বিনা টেন্ডারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শ্রেণীর ইংরেজী কর্মশিক্ষা এবং ৪র্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মোট ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার বই ছাপানোর অনুরোধ করা হয়। এজন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়। কিন্তু টেন্ডার বাতিল হওয়ায় এবং বই সরবরাহে বিলম্বের কারণে ব্র্যাক নিজে বিনা রয়্যালটিতে বই ছাপার অনুমতি চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এনসিটিবি'র মতামতের ভিত্তিতে এবং ব্র্যাকের সাথে আলোচনাক্রমে উক্ত বই ছাপানোর জন্য ব্র্যাককে অনুমতি দেয় এবং পুস্তকের পজেটিভ ব্যবহারের ভাড়া হিসেবে ৭.৫% রয়্যালটি দাবী করে। এর প্রেক্ষিতে ব্র্যাক নিজ খরচে ৭.৫% রয়্যালটিতে এনসিটিবির নির্ধারিত শর্তে উক্ত বই ছাপানোর ব্যবস্থা নেয়। এ বছর ব্র্যাক যে সকল বই ছাপাবে সেগুলো সরকারের উদ্যোগে ছাপানো প্রাথমিক স্তরের বইয়ের কোন অংশ নয় বরং এগুলো তাদের পরিচালিত ৩৪ হাজার উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলে প্রতি বছরের জুন মাস থেকে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বই। এ বই ছাপানোর বিষয়ে সরকারের কোন দায়দায়িত্ব নেই। ব্র্যাকের বই এনসিটিবিতে না ছাপানোর ফলে কোন দুর্নীতির ঘটনা ঘটেনি এবং এনসিটিবির কোন আর্থিক ক্ষতিও হয়নি। উপরন্তু এনসিটিবি বিনা খরচে প্রায় ১৯ লাখ টাকা আয় করবে।

এদিকে বিনা টেন্ডারে ব্র্যাককে বই প্রকাশের আদেশ দেয়া সম্পর্কিত ঘটনা জানার জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল বুধবার তার কার্যালয়ে ডেকেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি সম্পর্কে সকলের বক্তব্য শোনেন। প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গতকাল বিভিন্ন পত্রিকায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠান হয়।

জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার আগে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ,ন,ম, এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম পৃথক বৈঠক করেন। বৈঠকে ব্র্যাককে বই দেয়া সম্পর্কে মৃদু বাদানুবাদ হয়।